

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/۱۷)

www.motaher21.net

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ

পৃথিবী ও আকাশের কোন কিছুই আল্লাহর।

From Allah, verily nothing is hidden.

সূরা: আলে-ইমরান

আয়াত নং :-৫

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

পৃথিবী ও আকাশের কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই।

সূরা: আলে-ইমরান

আয়াত নং :-৬

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

তিনি মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। এই প্রবল পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানের অধিকারী সত্ত্বা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

৫-৬ নং আয়াতের তাফসীর:

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ)

“নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে আকাশ ও পৃথিবীর কিছুই গোপন নেই” আল্লাহ তা ‘আলা প্রত্যেকটি জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন থাকে না। আকাশ ও যমিনে যা কিছু রয়েছে তার প্রত্যেকটি জিনিস তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছেন। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। বিষয়টি ছোট হোক বা বড় হোক, কম হোক বা বেশি হোক, প্রকাশ্যে হোক বা অপ্রকাশ্যে হোক, এমনকি গহীন অন্ধকারে কালো পিপীলিকা কিভাবে চলাচল করে তাও তিনি জানেন। মায়ের গর্ভে কী রয়েছে তাও তাঁর জ্ঞানায়ত্বে। মাতৃগর্ভস্থ সন্তান ভাল হবে, না মন্দ হবে, ছেলে হবে না মেয়ে হবে, সৌভাগ্যবান হবে, না দুর্ভাগ্যবান হবে সবই তাঁর জানা।

সুতরাং সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। অতএব যিনি সবকিছুর ধারক-বাহক, রক্ষণাবেক্ষণকারী, তাঁকে ভয় করে সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার ও অশীল কাজ-কর্ম বর্জন করা উচিত এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত। তিনি ব্যতীত আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। আল্লাহ তা ‘আলা এ আয়াতগুলোতে সে কথাই তুলে ধরেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(يَوْمَ هُمْ بَارُزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ)

“যেদিন তারা (কবর হতে) বের হয়ে পড়বে, সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। (আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন) আজ কর্তৃত্ব কার? একক পরাক্রমশালী আল্লাহরই।” (সূরা মু’ মিন ৪০:১৬)

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(رَبِّمَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ)

“হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না।” (সূরা ইবরাহীম ১৪:৩৮)

আল্লাহ তা ‘আলা আরো বলেন:

(إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى)

“আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন তদ্ব্যতীত, নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন।” (সূরা আ ‘
লা ৮৭:৭)

সুতরাং আমাদের উচিত হবে তাঁকে ভয় করে সকল অন্যায়ে অবিচার বর্জন করা এবং একমাত্র তাঁরই
ইবাদত করা।

অর্থাৎ তিনি বিশ্ব-জাহানের যাবতীয় তত্ত্ব ও বাস্তব সত্য জানেন। কাজেই যে কিতাব তিনি নাযিল করেছেন
তা পরিপূর্ণ সত্যই হওয়া উচিত। বরং নির্ভেজাল সত্য একমাত্র সেই কিতাবের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে
যেটি সেই সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী সত্ত্বার পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে।

এখানে দু’ টি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এক, তোমাদের প্রকৃতিকে তাঁর মতো করে কেউ
জানতে পারে না, এমনকি তোমরা নিজেরাও জানতে পারো না। কাজেই তার পথপ্রদর্শন ও পথনির্দেশনার
ওপর আস্থা স্থাপন করা ছাড়া তোমাদের গত্যন্তর নেই। দুই, যিনি গর্ভাশয়ে তোমাদের উৎপত্তি থেকে শুরু
করে পরবর্তী সকল পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাদের ছোট ছোট প্রয়োজনগুলোও পূর্ণ করার ব্যবস্থা
করেছেন, তিনি দুনিয়ার জীবনে তোমাদের হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন না, এটা কেমন করে
সম্ভব হতে পারে? অথচ তোমরা সবচেয়ে বেশী এ জিনিসটিরই মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর কোন বস্তুই তাঁর নিকট লুক্কায়িত নেই, বরং সব
কিছুরই তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি বলেন- “আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের জরায়ুর মধ্যে
আকৃতি বিশিষ্ট করেছেন। তিনি যেভাবেই আকৃতি গঠনের ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য
কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই। তিনি মহা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। একমাত্র তিনিই যখন তোমাদের
আকৃতি গঠন করতঃ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তখন তোমরা একমাত্র তার ইবাদত ছাড়া অন্যের
ইবাদত করবে কেন? তিনি অবিদ্যমান ও ধ্বংসহীন জ্ঞানের অধিকারী। এতে ইঙ্গিত রয়েছে এমন কি
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, হযরত ঈসাও (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্ট এবং তাঁরই পদপ্রান্তে মস্তক
অবনতকারী। সমস্ত মানুষের ন্যায় তিনিও একজন মানুষ। তার আকৃতিও আল্লাহ তা‘আলা তার মায়ের
জরায়ুর মধ্যে গঠন করেছিলেন এবং তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমেই সৃষ্ট হয়েছেন। সুতরাং তিনি কিরূপে আল্লাহ হয়ে
গেলেন, যেমন অভিশপ্ত খ্রীষ্টানেরা মনে করে নিয়েছে। অথচ তিনিইতো তোমাদেরকে তোমাদের এক
অবস্থা হতে অন্য অবস্থার দিকে ফিরিয়ে থাকেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে (আরবী) অর্থাৎ তিনিই
তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটে তিন তিনটি অঙ্ককারের মধ্যে এক সৃষ্টির পর অন্য সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি
করে থাকেন।” (৩৯:৬)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

- ১। আল্লাহ তা 'আলা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছু দেখেন ও জানেন।
- ২। আল্লাহ তা 'আলা প্রকৃত মা 'বৃদ, একমাত্র তিনিই সকল ইবাদত পাওয়ার হকদার।
- ৩। আল্লাহ তা 'আলা কিতাব ও রাসূল প্রেরণ করে বান্দার ওপর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা করেছেন, অতএব অভিযোগ করার কোন সুযোগ নেই।